গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম অধিদপ্তর
৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মান প্রকল্পের
পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	শিবনাথ রায় , মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর।
সভার তারিখ	২৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ।
সভার সময়	১২:০০ টিকা।
স্থান	শ্রম অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি শুরুতে উপস্থিত সকল-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সভাপতির নিকট উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যপত্রের উপর পিআইসি কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	২০১৭-১৮ অর্থবছরের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুকুলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এর মধ্যে ৯৭৪.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ থেকে কোন টাকা অদ্যাবদি ব্যয় হয়নি মর্মে শ্রম অধিদপ্তর পক্ষের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ জানান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে আগত প্রতিনিধি জনাব মেহেদি হাসান জানান প্রকল্পের ভৌত কাঠামোগত ভালো অগ্রগতি থাকলেও ব্যয় না দেখানোর কারণে আর্থিক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত কাজের সম্পাদিতব্য মূল্যমান নির্ধারণ করে ব্যয়কে কোয়ার্টারে ভাগ করত: সমন্বয়পূর্বক আর্থিক অগ্রগতি দেখাতে হবে।
২	কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)	সভায় সেনাকল্যাণ সংস্থা পক্ষের প্রকল্প পরিচালক কর্ণেল ফয়সাল গ্যানচার্টের মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। এতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অবকাঠামোর রিটেইনিং ওয়াল তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে এবং প্রশাসনিক ভবন ও সাব-স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ দৃশ্যমান দেখা যায়।	পিআইসি (PIC)'র সদস্যবৃন্দ প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পরবর্তী PSC সভায় অনুমোদনের সুপারিশ করেন।
৩	নকশা পরিবর্তন ও অনুমোদন	রাঙ্গামাটি'র প্রকল্প এলাকায় ভূমিধসে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার পরিবেশগত এবং কৌশলগত কারণে প্রকল্পের ২টি ভবন (পরিদর্শন বাংলো ও কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার ভবন) পূর্বের নকশা অনুযায়ী পাহাড়ে না করে বর্তমানে ভবন ০২ টি সমতলে এনে নকশায় সংশোধন করা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে পাহাড় ধসে যাতে নির্মিতব্য প্রকল্পের স্থাপনার কোন ক্ষতির কারণ না হয় এজন্য পাহাড়ের পাদদেশে রিটেইনিং ওয়াল করা হচ্ছে বলে সেনাকল্যাণ সংস্থা পক্ষের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবগত করেন। তিনি আরো জানান যে, নকশা সংশোধনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে তাঁরা নকশা সংশোধনের সদয় সম্মতি প্রকাশ করেন এবং এ পরিবর্তনে প্রকল্প ব্যয়ের কোন পরিবর্তনও ঘটছে না বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	সংশোধিত নকশা শীঘ্রই স্টিয়ারিং কমিটির(PSC) সভা আহবান করে সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৪	IMED-তে মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ	IMED-থেকে আগত প্রতিনিধি কর্তৃক মাসিক ও ত্রৈমসিক প্রতিবেদন প্রেরণের কথা উল্লেখপূর্বক এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকল্পের পরিচালক উল্লেখ করেন যে IMED-তে নিয়মিত উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।	IMED-এর নির্ধারিত ফর্মে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫	প্রকল্প সাইট পরিদর্শন	সভায় সভাপতি (মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর) কাজের অগ্রগতি ধরে রাখা ও সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রকল্প সাইট নিয়মিত বিরতিতে পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব দেন ও সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	নিয়মিত বিরতিতে সুবিধাজনক সময়ে কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(শিবনাথ রায়)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর ,ঢাকা এবং
সভাপতি, PIC কমিটি।